সংবাদ

11 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফিচার

জীবনমান উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

শাওয়াল খান

প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে বিষয়টি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান তা হচ্ছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে সময় উপযোগী এবং গতিময় করে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিদ্যমান সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়া। এ দুয়ার খোলার একটি জোরালো হাতিয়ার হলো শিক্ষা। শুধু সম্ভানার দুয়ার খোলা নয়, সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশেও শিক্ষার কোন জুড়ি নেই। সম্ভাবনার বিকাশই মানব উন্নয়নের অপরিহার্য দিক। শিক্ষা ছাড়া এ অপরিহার্য দিকের বিকাশ অসম্ভব। জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষাই পারে প্রতিটি মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করতে। শিক্ষার তো আবার বিভন্ন দিক আছে যেমন আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক। শিক্ষার প্রতিটি শাখাই মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করতে সহায়ক। আজ আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না। এই নিবন্ধের আলোচ্য, জীবন মান উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা। সঙ্গত কারণেই আলোচনা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ঘিরে। আসলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কি? মানবসম্পদ উন্নয়নে এর ভূমিকাই বা কি? শার্যত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাংলাদেশে কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে– এ বিষয়গুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হবে জীবনমান উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যকারিতা কতটুকু এবং তা কতটুকু ভূমিকা রাখতে সক্ষম?

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কি এবং কেন?

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেয়া হয় তা হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা/ আনুষ্ঠানকি শিক্ষা। এই পদ্ধতির শিক্ষায়, শিক্ষার্থীর বয়স, পাঠ্যবিষয়, শিক্ষক, স্থান, উপকরণ, সময় সব কিছু স্তর ও শ্রেণীভেদে সুনির্দিষ্ট করা থাকে। থাকে প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ কিছু কাঠামোগত নিয়ম কানুন। একই শ্রেণীভুক্ত একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য একই ধরনের বা বিশেষ ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন কাজে অভিজ্ঞতা, আশপাশের পরিবেশ ... রেডিও টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা এবং নিজে নিজে পড়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থী। সুতরাং মানুষ জীবনব্যাপী এই শিক্ষা পদ্ধতির আওতাভুক্ত। এই শিক্ষা পদ্ধতির কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই, নেই কোন নির্দিষ্ট উপকরণ। এই পদ্ধতিতে প্রতিনিয়তই মানুষ শিখে চলে জীবনের প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর যেসব শিশু-কিশোর ও বয়স্ক নারী-পুরুষ আনুষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত, তাদের সাক্ষর করে তোলার জন্য শিক্ষা দেয়ার যে ব্যবস্থা, যে আয়োজন তারই নাম উপানুষ্ঠানিক

৪৪ ভাগ এখনও নিরক্ষর। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা ও অনমনীয়তা এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের কারণে দেশে বিরাজমান নিরক্ষরতার হার এখনও ব্যাপক। নানা কারণে অনেক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না বা ভর্তি হয়েও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে না। নিরক্ষরতা সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর গণশিক্ষার বিস্তার জরুরি। ২০০৬ সালের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হবে। শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষা বিষয়কে ভিত্তি করে গণশিক্ষার দু'টি ধারা থাকবে: বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সাক্ষর, লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ এবং মানবিক গুণাবলীর চেতনায় উদ্দীপ্ত ও পরিবেশ সচেতন করে তোলা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে যে সব শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না বা ঝরে পড়ে তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পায় যা তারা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী শিশু ও কিশোরীরা আনষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তির ৮-১০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কৌশল এবং কর্মসূচির দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের নির্দেশনা দান করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ৬ বছর করা হয়েছে। ২০০৬ সালের মধ্যে ৭ বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে ৮ বছর করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত শিশুদের বয়স বর্তমান ৬-১০ বছর হতে ক্রমান্বয়ে ২০১০ সালের মধ্যে ৬-১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।

বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত ...

ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬-১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোরের ভর্তির সংখ্যা ৫ লাখ ৯ হাজার ৬০০ জন। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সাফল্যের মাত্রা শতকরা ৬৩.৭ ভাগ। বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির সাফল্য উল্লেখযোগ্য। যেমন: হিসাব করা হয়েছিল যে, ২০০০ সালে ১৫-৪৫ বছর বয়সীদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ কোটি। তার মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার অধীনে শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাড়ে তিন কোটি; কিন্তু ১ কোটি ৮ লাখ কিশোর ও বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ অর্জিত শিক্ষার হার শতকরা ৩০.৭৫ ভাগ। অন্য এক সামগ্রিক হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রভৃতি মিলিয়ে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ। সুতরাং বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক, উপানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষায় সাফল্য সন্তোষজনক। তবে এটাই শেষ কথা নয়। এ বিষয়ে ভিন্ন মতামতও রয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

জমতিয়েন সম্মেলনে (মার্চ ১৯৯০) গৃহীত ২০০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয় বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে' (ডাকার এপ্রিল ২০০০) দেখা যায়, বাংলাদেশের মতো কে কোন দেশের সাফল্য উল্লেখযোগ্য হলেও অপরাপর কতিপয় দেশের 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি পিছিয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম,' ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' নামক ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক' প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ সরকার এই ডাকার ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে ছয়টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছে। অঙ্গীকারবদ্ধ কর্মসূচিগুলো হলো-

১. অল্প বয়সী (৩-৫ বছর) শিশু বিশেষ করে অসুবিধাজনক/প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিপতিত শিশুদের রক্ষা ও পরিচর্যার জন্য উন্নত ও বিস্তৃত কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

২. বালিকা, অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে বসবাসরত শিশু এবং সংখ্যালঘু উপজাতি শিশুসহ সকল শ্রেণীর শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে উন্নতমানের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধিবদ্ধতার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে শিক্ষার ধারা তাকেই বলা হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আমাদের দেশে যেসব শিশু বা কিশোর-কিশোরী নানা কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারেনি বা যুক্ত হয়েও বিভিন্ন সমস্যার কারণে স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, মূলত তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার প্রয়োজনেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ধারার শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের